দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 2.4..FEB 1994.. ..
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭ ...

67-C

হয়েছে এখানে, ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে জানি বলে, প্রাসঙ্গিক একটি তথ্য উল্লেখ করতে চাই। মেধারহিত regimentation-এর বিষয়টি তাতে ভালোভাবে বোঝা যাবে। মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে liberal education বা মুক্ত জ্ঞানচর্চার পরিবেশ নেই মূলত পাঠ্যসূচির কারণে, আমরা জানি। যা জানি না তা হল, এই শিক্ষাপদ্ধতি গুরুবাদী, অন্তত এ দেশে।

মাদ্রাসা-শিক্ষা সংক্রান্ত ত্রুটি নিয়ে, আমি যদ্দুর জানি, সর্বপ্রথম শরীফ কমিশনের রিপোর্টে আলোকপাত করা হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন সারা পাকিস্তান জুড়ে চালু হয়। ১৯৫৯ সালেই এস,এম শরীফের তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল এবং তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। সেখানে কমিশন ধর্ম শিক্ষার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে ইসলামিয়াতকে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয়' রূপে গণ্য করার পরেও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, "মাদ্রাসা, মাকাতিব এবং দারুল উলুমসমূহের শিক্ষা পদ্ধতি একদেশদর্শী; কেননা সকল ছাত্রকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিক্ষা প্রদান করা এই গুলির লক্ষ্য।" পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, "আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খুব অল্পই সচেতনতার পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে" এবং "মাদ্রাসা এবং দারুল উলুমগুলির কারিকুলাম ধর্ম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আধিক্যে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে।"

এই অসঙ্গতি অনুরূপভাবে কুদরত-এ-খুদা কমিশনও লক্ষ্য করেছিলেন। ১৯৭৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে' তারা মাদ্রাসা-শিক্ষার আমূল সংস্কার প্রস্তাব করেছিলেন। তারা সেক্যুলার শিক্ষার সম-পঙক্তিভোজ্য একটি স্তরে এনে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের 'আধুনিক' করতে চেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য যে, শুধু মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, ঐ রিপোর্টের কোনো সুপারিশই বাস্তবায়িত হয়নি, এমন কি রিপোর্টটিও সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি।

বাস্তব ক্ষেত্রে এ মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে, দেশে ঘোষিত শিক্ষানীতি কাগজে-কলমে কিছু একটা থাকলেও তাকে মানার দায় কারো নেই, মানাবার দায়িত্বও কেউ নিচ্ছে না। নতুন বাড়তি উপদ্রব—ইংরেজির প্রতি সরকারের ও জনগণের পরিবর্তিত মনোভাব। ইংরেজি ভাষার প্রতি নতুনভাবে জনসাধারণের আসক্ত হওয়ার কারণ তার সামাজিক পরিস্থিতি এবং অজ্ঞানতা ও হীনম্মন্যতাবোধ। সরকারের মনোভাবের পিছনে কাজ করছে মূঢ়তা, দুরভিসন্ধি ও পরদাস্যতা। সাধারণ মানুষকে তার বাস্তববুদ্ধি শেখাচ্ছে ইংরেজি জানাটা খুবই জরুরী, কেননা দেশের বাইরে পা বাড়ালেই ন্যূনতম ইংরেজি জ্ঞান তো দরকার! আর, পা তো বাড়াতেই হবে যেহেতু দেশে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে। আর সরকার যারা চালাচ্ছেন, তারা মানুষের অসহায়ত্ব থেকে পরিত্রাণের এই 'উপায়'টিকে লুফে নিয়ে জনদরদী সাজছেন; ভাবভঙ্গিতে বোঝাচ্ছেন যে, ইংরেজি না শিখলে সত্যিই সর্বনাশ এবং শেখাতে তারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু বিদেশী ভাষা হিসেবে কোনো ভাষা শেখাতে গেলে তার যে প্রস্তুতি, অবকাঠামো, বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান, সম্ভাব্য অসুবিধা ও তা অতিক্রমণের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে সম্ভবত সরকারের কোনো ধারণা নেই। থাকলে তারা ইংরেজির আবশ্যিক চর্চা নিয়ে এত আহ্লাদিত হতেন না, কেননা তারা দেশের লোককে ইংরেজি শেখাতে পারবেন না, ইচ্ছে থাকলেও বাস্তবে তা সম্ভব নয়। আরেকটা ব্যাপার এই হতে পারে যে, সরকার সবই জানেন, বোঝেন কিন্তু জনগণকে মিথ্যা কথা বলছেন। সম্ভবত দ্বিতীয়টিই সত্যি। উপরন্তু সরকার একই সঙ্গে গণসাক্ষরতার কথা বলছেন, ২০০০ সাল নাগাদ এদেশে একজনও নিরক্ষর থাকবে না বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষা অনিবার্য করে তোলার অঙ্গীকার করছেন। কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয় না। সরকারী এ প্রতারণা অন্যায় ও পাপ।

ফলত, আমাদের নতুন কোনো শিক্ষাচিন্তা নেই। অন্তত দেশের সমুদয় জনসংখ্যাকে বিবেচনায় রেখে কোনো শিক্ষা-পরিকল্পনা নেই। জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজের সামর্থ্য ও জীবনদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে একেক ধরনের শিক্ষাচিন্তা ক্রিয়াশীল। বিপুল ব্যয়ে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার স্কুল এবং যে সব স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে আরবি ভাষা শিক্ষাদান চালু আছে তাদের সংখ্যা কম নয়। কিন্ডারগার্টেন স্কুল এখন মফস্বল শহরগুলো পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। এদেশের পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে আদৌ যুক্ত নয় এমন শিক্ষায়তন-- যেখানে বিলেতের General Certificate Examination-এর জন্য